কালের কণ্ঠ

তারিখ ..13. JUL. 2016.......
পৃষ্ঠা ..১৩.. কলাম...........

ডা. মো. ফজলুল হক

সচেতন করতে হবে শিক্ষার্থীদের

যে সন্তানরা জঙ্গির মদদদাতাদের ফাঁদে পড়ে জঙ্গির খাতায় নাম লেখায়, তাদের প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানতে দেওয়া হয় না। যে একবার এ পথে পা দেবে, সে যেন মরণফাঁদে নিজেকে চিরতরের জন্য আটকে ফেলল। ফাঁদে পা দেওয়ার পর যদিও বুঝতে পারে কিন্তু বের হওয়ার সব পথই বন্ধ হয়ে যায়। মিথ্যা, বানোয়াট যুক্তি দাঁড় করিয়ে, মিথ্যা তথ্য দিয়ে ও মনগড়া কোরআন-হাদিসের অপব্যাখ্যা দ্বারা জিহাদের কথা বলে, পরকালে জান্নাতের কথা বলে ধর্মভিরু সন্তানদের হিংস্রতার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। যে সন্তানের হাতে থাকার কথা বই, খাতা, কলম ও ল্যাপটপ, আজ সে সন্তানের হাতে স্থান পাচ্ছে আগ্নেয়াস্ত্র, চাপাতি ও গ্রেনেডের মতো ভয়াবহ মারণাস্ত্র। এ কাজের প্রধান মদদদাতা কারা, আজ তা স্পষ্ট সবার কাছে, সবারই কমবেশি তা জানা। কিন্তু বলার সাহস নেই। সবাই নির্বিকার। ২০০৪ সালের গ্রেনেড হামলা ও পূর্বাপর বিভিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনা পর্যালোচনা করলেই স্পষ্ট হবে এর পেছনে কারা। পাকিস্তানে ইসলাম বাঁচানোর নামে মসজিদে গ্রেনেড চার্জ করে ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের হত্যা করছে, তারা মুসলমান তো দূরের কথা মানুষের সমাজে তাদের স্থান আছে কি না সেটিই জিজ্ঞাসা! এ দেশে বরাবরই জামায়াত-শিবির ইসলামের কথা বলে বিভিন্নভাবে মানুষ হত্যার সুযোগ সৃষ্টি করে আসছে। তাদের ধারণা, এ দেশে তারা (জামায়াত-শিবির) ছাড়া অন্যরা সবাই কাফের। সুতরাং অন্যকে হত্যা করলেই নিজেকে ধার্মিক ও মৃত্যু হলে শহীদ, পরকালে মিলবে জান্নাত। যেখানে রয়েছে শান্তি আর শান্তি। এর আগে শিবিরের জঙ্গি তৎপরতার ধরন ছিল রগ কাটা বা রগ কর্তন, আল্লাহু আকবর বলে মানুষ হত্যা। ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ, গাছ কেটে রাস্তা অবরোধ, পেট্রলবোমা নিক্ষেপ করে বাস ও ট্রেনে অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি। এ ঘটনাগুলো এ দেশের মানুষের সামনেই ঘটেছে। আজ তাদের সংগঠন বিভিন্ন নামে ভাগ হয়েছে, হত্যার ধরনও পাল্টে গেছে। জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মওদুদীর ৯ ছেলের একজন হায়দার ফারুক মওদুদী ২০১৩ সালের প্রথম সপ্তাহে বাংলাদেশের একটি সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'আমার বাবা মওদুদীর ৯ সন্তান। বাবার নির্দেশে কেউই জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করিনি। আমাদের বিদেশে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছেন। বাবার প্রতিষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামীর প্রসঙ্গে লেখা বইও পড়তে নিষেধ করেছেন, মিটিং-মিছিল ও বক্তব্য শুনতে নিষেধ করেছেন।' অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে জামায়াতে ইসলামী কোনো ইসলামী দল নয়, এটিই তাঁর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট। হায়দার ফারুক মন্তব্য করেন, জামায়াত নেতারা নিজের সন্তানকে নয়, অন্যের সন্তানকে অর্থের বিনিময়ে দলে ভিড়িয়ে জঙ্গি বানিয়ে বিপদের পথে ঠেলে দেন। তিনি আরো একটি উদাহরণ টেনে বলেন, 'মাদক ব্যবসায়ীরা যেমন চায় না তার সন্তান মাদকসেবী হোক, তেমনি জামায়াতে ইসলামীর নেতারাও তাঁদের সন্তানদের দলে ভিড়িয়ে জামায়াতপন্থী বানাতে চান না।' একজন সচেতন মানুষের জন্য এ তথ্যটিই যথেষ্ট। গত ১ জুলাই ২০১৬ তারিখ রাত আনুমানিক পৌনে ৯টায় গুলশান ২-এর ৭৯ নম্বর রাস্তার হলি আর্টিজান বেকারিতে যে বিভীষিকাময় ও হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে গেল, তা আমাদের দেশের জন্যই শুধু নয়, বিশ্ব বিবেককেও নাড়া দিয়েছে। যে সন্তানরা জঙ্গির খাতায় নাম লিখে পবিত্র রমজান মাসে তারাবির নামাজের সময় যে ঘটনাটি ঘটিয়েছে, তা কোনো প্রকৃত ধর্মপ্রাণ মুসলমানের কাজ হতে পারে না। তারা নিরপরাধ বিদেশি ও দেশি মানুষগুলোকে হত্যা করেছে, তা কোনো সুস্থ ও বিবেকবান মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। ইসলাম ধর্মে এ কাজের গ্রহণযোগ্যতা নেই। এ কাজটি মানবতা ও ধর্মবিরোধী। শুধু ইসলাম ধর্মই নয়, সব ধর্মের পরিপন্থী।

জঙ্গি তৈরির মদদদাতা ও অর্থ জোগানদাতাদের চিহ্নিত করতে হবে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা ঘরবাড়ি পুড়িয়েছে, ব্যাংক ও স্বর্ণের দোকান লুট করে জঙ্গি তৈরির কারখানা স্থাপন করেছে, সেই চক্রটি সব অপরাধের মূল কাজ করছে বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করছে। গুটিকয়েক জঙ্গি দ্বারা দেশের সাময়িক ক্ষতি করা যাবে, কিন্তু বর্তমান সরকারের উন্নয়নের গতিকে বাধাগ্রস্ত করা যাবে না। যে মুহূর্তে বুলেট ট্রেন, সাবওয়ে ট্রেন, মনোরেল, উড়াল সড়কের জন্য জাপানি বিশেষজ্ঞরা সাহায্য-সহযোগিতা দিতে এসেছিলেন, তাঁদের হত্যা করার উদ্দেশ্য কী? তার অর্থ হচ্ছে যারা এ দেশকে নিজের দেশ বলে মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারছে না, ধ্বংস দেখলে খুশি হয় এবং এর আগেও তারা বিভিন্ন সময়ে ধ্বংসের আলামত রেখেছে ও ধ্বংসের মদদদাতা হিসেবে কাজ করেছে। নিহত ৯ ইতালিয়ানের সবাই ব্যবসায়ী। ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ করে গার্মেন্টস সেক্টর অতি দ্রুত অগ্রগামী ও অর্থনীতিতে বেশির ভাগ ভূমিকা রেখে চলেছে। সেটিকে ক্ষতি করার উদ্দেশ্য কি না তাও খতিয়ে দেখতে হবে।

> জনগণের নিরাপত্তার স্বার্থে ও উন্নয়নের গতি ধরে রাখতে দলমত-নির্বিশেষে সবাইকেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশের জন্য কাজ করতে হবে। প্রত্যেকের সন্তানকে প্রথমে ধর্মের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে, যাতে ধর্মের অপব্যাখ্যাকারীদের ছোবল থেকে বেঁচে থাকতে পারে, সন্ত্রাসের পথকে ঘৃণা করতে পারে। প্রকৃত ধর্মজ্ঞান থাকলে জঙ্গিই শুধু নয়, মাদকের ছোবল থেকে নিজেকে ও সমাজের অন্যদের রক্ষায় ভূমিকা রাখতে পারবে। প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে পরিবার ও হাক্কানি আলেম-ওলামাদের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হবে

জনগণের নিরাপত্তার স্বার্থে ও উন্নয়নের গতিকে ধরে রাখতে দলমত-নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশের জন্য কাজ করতে হবে। প্রত্যেকের সন্তানকে প্রথমে ধর্মের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে, যাতে ধর্মের অপব্যাখ্যাকারীদের ছোবল থেকে বেঁচে থাকতে পারে, সন্ত্রাসের পথকে ঘৃণা করতে পারে। প্রকৃত ধর্ম জ্ঞান থাকলে জঙ্গিই শুধু নয়, মাদকের ছোবল থেকে নিজেকে ও সমাজের অন্যদের রক্ষায় ভূমিকা রাখতে পারবে। প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে পরিবার ও হাক্কানি আলেম-ওলামাদের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হবে। মসজিদ ও মাদ্রাসার যথাক্রমে ইমাম ও শিক্ষকদের ধর্ম বিষয়ে বক্তব্য দিতে হবে। প্রতিটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাদক ও জঙ্গিবাদ রোধে ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করে গড়ে তুলতে হবে। এর অন্য কোনো বিকল্প নেই।

লেখক : অধ্যাপক, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর